১২৫ তম জন্ম বার্ষিকীতে স্মরণ

বর্তমান চীন এবং পুনরায় মানবেন্দ্রনাথ

অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ রায়

''If marx returned in your midst, he would say that, a hundred yuas ago, he anticipated history to move according to a certain pattern bur since that did not hoppen, and things developed differently, what he said a hundred yoars ago does not hold good any longer and is to be rejected." [New Orenation 1946, M.N. Roy] -"-এই উক্তি সেই এম.এন. রায়ের— যে এম. এল. রায় একদিন মার্কসীয় তত্ত্বের অনুপ্রেরণায় মেক্সিকোতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, যার কর্ম প্রতিভায় মুগ্ধ লেনিন আমন্ত্রণ করে মস্কোতে এনে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট মুভমেন্টের নীতি নির্দ্ধারক কমিটিগুলিতে গুরুত্বপূর্ণ আসন দিয়েছিলেন। আমাদের দুঃখজনক বিস্মৃতির গভীর প্রদেশ থেকে আজ এম.এন.রায়কে মাঝে মাঝে স্মৃতিপটে আনার কারণ মানবসমাজের বর্তমান বিশ্বপরিপ্রেক্ষিত এবং বর্তমান আলোচনার কারণ নিশ্চিতভাবে সেই সংবাদ যে সংবাদ সকলকে অবাক করে দিয়ে বলেছে যে সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার অন্যতম প্রধান দেশ চীন, আমাদের দেশের কমিউনিস্টদের অনুসৃত পথের দিশারী চীন, রাশিয়ান সংশোধনবাদীদের কড়া সমালোচক সাচ্চা মার্কসিস্ট চীন, নকশাল পন্থীদের 'চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান' ঘোষণার চীন, বর্তমানকালের অনুপযোগী বিবেচনায় মার্কসবাদকে পরিত্যাজ্য বলে ঘোষণা ক'রছে। পিপল্‌স ডেইলির (ডিসেম্বর ৭, ১৯৮৪) সম্পাদকীয় নিবন্ধে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা হয়েছে মার্কস, লেনিন এবং এঙ্গেল্‌স্ এখন সেকেলে হ'য়ে গেছেন, আধুনিক যুগের প্রগতি ও প্রয়োজনীয়তার ধারণা, মার্কস্ প্রমুখদের চিন্তা ধারাকে মানিয়ে নিতে পারে না। মার্কসীয় সূত্রানুযায়ী ব্যবসা বাণিজ্যে এবং উৎপাদন ব্যবস্থার রাষ্ট্রীয়করণ অথবা এদের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাও এ'যাবৎ উপলব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে চীন আর মেনে নিতে পারছে না। চীনে ব্যক্তিগত মালিকানার উদ্ভব সুস্পষ্টভাবে এর প্রমাণ দিচ্ছে। চীনের একটি দৈনিক Guang Ming Daily বিশদভাবে চীনের দৃষ্টিভঙ্গীর এই পরিবর্তন আলোচনা করেছে। জানা গেছে চীনে সামগ্রিক শিল্পের শতকরা ১১ ভাগ ব্যক্তিগত মালিকানায় চলে এসেছে। আমাদের দেশের কর্তাভজা কমিউনিস্টরা বেশ বিভ্রান্ত বোধ করেছেন। অতীতের লম্ফঝম্পের পরিপ্রেক্ষিতে কীভাবে যে কৌশলগত নীতি স্থির করবেন ভেবে উঠতে পারছেন না। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বর্তমান multinational Company-প্রীতি বহুরূপীয় রঙ বদলানোর স্বাভাবিকতার প্রতি নজর কেড়েছে কিন্তু তা মার্ক্সিষ্ট মহলে খুব সহজপাচ্য হচ্ছে না। সার্বিকভাবে এটা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু মার্কসবাদ সম্পর্কে এই 'দিব্যজ্ঞান' লাভ কি শুধুমাত্র চীনেই হয়েছে?

আমরা সোভিয়েট রাশিয়ার সাহিত্যিক আলেকজান্ডার সোলঝেনিট্‌সিন যিনি 'Gulag Archipelago'-র জন্য সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন তাঁর 'Letter to Soviet Leader'-র কথা স্মরণে আনতে পারি। তিনি খোলাখুলিভাবে লিখেছেন ''Cast off this cracked ideology! Relinquish it to your rivals,' [সাচ্চা কমিউনিস্ট হওয়ার প্রতিযোগিতায়].let it go wherever it wants, let it pass from our country like a storm cold, like an epidemic, let others concrn themselves of if we also rid ourselves of the need to fill our life with lies, Let us all pull off and shake off from all of us this fillthy sweaty shirt of ideology which is now so stained with the blood of thse 66 million that it prevents the living body of the nation from breating this ideology bears the entire responsibility for all the blood that has been shed."

এই উপলব্ধি কি শোষণমুক্ত কল্যাণকর মানবসমাজ সৃষ্টির মার্কসীয় আকাঙ্ক্ষার সংগে সংগতি পূর্ণ? তাহলে কি সত্যি মার্কসই দায়ী? আসলে মার্কসের প্রার্থিত সমাজ গঠনের মার্কসীয় পদ্ধতি বলে যা দৃঢ় ও অন্ধবিশ্বাসে, কাল নিরপেক্ষভাবে, বৈজ্ঞানিক উন্নতি সাপেক্ষে ভাবনা চিন্তার প্রয়োজনীয় পুনর্বিন্যাসকে অগ্রাহ্য ক'রে দৃঢ়তর নির্দেশক নীতির মাধ্যমে চালানো হ'ল সেটাই মার্কসীয় চিন্তা ভাবনা দর্শনের চালিকাশক্তির স্বরূপ নির্ধারণে ব্যর্থ হয়েছে? মানবেন্দ্রনাথ (এম. এন. রায়) অনেক আগেই এই সত্যটি আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১৯৪০ সালে ''মার্কসবাদ কি?" সম্পর্কে একটি বক্তৃতায় তিনি বলেন ''মার্কসবাদ কতগুলি স্থির নির্দেশের সমষ্টি নয়। ...মার্কসবাদ আমদের সামনে মানব সভ্যতার বিবর্ত্তনের ইতিহাসকে স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ ক'রে দেখিয়েছে। মার্কসবাদী চিন্তাধারায় সমাজ এবং সভ্যতার বিবর্ত্তনের শেষ নেই, তাই আমাদের পক্ষে মার্কস যা বলে গেছেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে যাওয়া ভুল হবে।

মার্কসবাদীদের পক্ষে আধুনিক বিজ্ঞানের ভিত্তিতে মার্কসের শিক্ষাদীক্ষা সব কিছুরই পুনর্বিচার ও বিশ্লেষণ ক'রে যদি প্রয়োজন হয় তার পরিবর্ত্তন করা শুধু যুক্তিসঙ্গতই নয়, একান্ত কর্তব্য এবং সেটাই হচ্ছে মার্কসীয় পদ্ধতি। 'ক্যাপিটাল' লেখার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জ্ঞান ও প্রতিভার শেষ হয়ে যায়নি। আজ মানুষের জ্ঞানের পরিধি অনেক বেড়ে গেছে এবং আজ যদি সেই জ্ঞান এবং মার্কসীয় প্রণালীর সাহায্যে আমরা বুঝি যে মার্কসীয় দর্শনে পরিবর্তনের প্রয়োজন এবং তখন যদি আমাদের সেই পরিবর্তন করা সাহসে না কুলোয় তাহলে বুঝতে হবে আমরা প্রকৃত মার্কসবাদী নই" [মানবেন্দ্রনাথ ও আন্তর্জাতিক কমিউনিজম - সমরেণ রায়] ১৯৪০ -র এই মূল্যায়নের পরিধি আজ অবধি নিশ্চয়ই আরও সম্প্রসারিত হয়েছে। দেরি হ'লেও চীন আজ বাস্তবোচিত দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় রাখতে পারছে। যদিও এই মুহূর্তে বোঝা যাচ্ছে না চীন সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্যকে চোখে মণির মত রেখে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন করছে না 'বৃহৎ লম্ফের'র ব্যর্থতায় অসহায়ভাবে ধনতন্ত্রের কাছে আত্মসমর্পন করছে

সমকালীন চিন্তা ভাবনার পরিধির মধ্যেই ভবিষ্যৎ সম্পর্কে প্রত্যাশা যাই থাকুক না কেন মার্কস এবং এঙ্গেল্‌স নিজেরাও অর্থনৈতিক নির্দেশাবাদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন না। এঙ্গেল্‌স তাঁর এক ছাত্রকে লিখছেন..."Marx and we are partly responsible for the fact that the younger men have sometimes laid mere sress on the Economic side than it deserves [Seligman Economic interpretation of History, Letter in Dersozialistische Akademikar 1Oct., 1985], আরও লিখেছেন... "According to the materialistic conception of History the

factor which in the last instance decisive in history is the reproduction of actual life. More than that neither Marx nor I mave ever asserted. But when any one distorts this so as to read that the economic factor is the sole element, he converts the statment into a meaningless abstract absurd phrase" [bid].

এই 'Actual life'-র কথা মনে রেখে ইতিহাসীয় গতি-বিজ্ঞানকে সঠিকভাবে অনুশীলন করলে, যা মানবেন্দ্রনাথ চাইছিলেন রাশিয়াতে থাকাকালীন এবং যার জন্য তিনি শত্রু সৃষ্টি করেছিলেন, আজ মার্কসবাদকে পরিত্যজ্য বলে অভিযুক্ত হতে হোত না, মার্কবাদ প্রয়োগের ক্ষেত্রে আপাতঃ বৈজ্ঞানিক পন্থার আড়ালে এক রক্ষণশীল অবৈজ্ঞানিক গোঁড়ামি যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল তার থেকে মুক্তির উপায় সম্বন্ধে মানবেন্দ্রনাথ চিন্তা শুরু করেছিলেন।

মানবেন্দ্রনাথ যখন মার্কসবাদের শিক্ষা গ্রহণ করেন তখন রাশিয়ান ও জার্মান কমিউনিস্টদের অনেকেই ছিলেন যারা মার্কসবাদকে লেলিন-স্টালিন ভাষ্য অনুযায়ী শুধুমাত্র ক্ষমতা দখলের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেন নি। মার্কসবাদের সাধারণ কাঠামো গ্রহণ করে রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং যথোপযুক্ত প্রয়োগরীতি অবলম্বনে লক্ষ্য অনুযায়ী সামাজিক পরিবর্তনে মানবেন্দ্রনাথের যে আগ্রহ ছিল 'ক্ষমতা দখলের জন্য ক্ষমতা দখল' -এ ততটা আগ্রহ ছিল না — লেনিনের সঙ্গে তত্ত্বগত বা দৃষ্টিভঙ্গীজনিত বিরোধ তাই প্রথমাবধিই লক্ষ্য করা যায়। সহনশীল লেনিন, যুক্তিনিষ্ঠ লেনিন তাই মানবেন্দ্রনাথের চিন্তাকে বিকশিত হতে দিয়েছিলেন - স্ট্যালিন তা দেননি।

মানবেন্দ্রনাথ যখন চীনে প্রেরিত হলেন এবং যখন ফিরে এলেন রাশিয়া, তার মধ্যবর্তীকালের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করলেন দেখা যাবে মানবেন্দ্রনাথ তাঁর সঠিক বিশ্লেষণ অনুযায়ী যে পরামর্শ দিয়েছিলেন মাও-সে-তুঙ সে পরামর্শ গ্রহণ করেন নি, যদিও অনেক মূল্য দিয়ে পরে তাকে তা গ্রহণ করতে হয়েছিল। ১৯৭২ সালে চীনা কমিউনিস্ট পার্টির পঞ্চম কংগ্রেসে [এপ্রিল-মে] কৃষিবিদ্রোহে কমিউনিস্টদের নেতৃত্ব দেওয়ার কাজ মানবেন্দ্রনাথের প্রস্তাব পার্টি চেয়ারম্যান চেন-তু-শিউর এবং অন্যতম পরামর্শদাতা বোরোদিনের বিরোধিতা সত্ত্বেও কংগ্রেসে গৃহীত হয়। মাও-সে-তুঙ ডেলিগেটদের কাছে চিঠি পাঠিয়েও তাদের এই প্রস্তাব গ্রহণে বিরত করতে ব্যর্থ হন। তবুও তাঁর জেদে পলিটব্যুরোকে এই প্রস্তাব কার্যকরী করতে বাধা দেন এবং কার্যকরী হলও না। অথচ এই মাও-সে-তুঙই ১৯২৭ সালের আগস্টে তড়িঘড়ি কোন প্রস্তুতি না নিয়ে 'Autumn Crop Uprising' ঘটাতে গিয়ে প্রচণ্ড বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলেন। এ থেকে বোঝা যায় কংগ্রেসে উপস্থাপিত রায়ে প্রস্তাবে ''চীনের বিপ্লব, একমাত্র কৃষি বিপ্লব হিসাবেই সার্থক হ'তে পারে, তা না হ'লে অন্য কোনভাবেই হবে না।" —মাও সে তুঙ উপলব্ধি করেও কোন বিচিত্র কারণে তার বিরোধিতা করেছিলেন। সম্প্রতি প্রকাশিত সমরেণ রায়ের 'মানবেন্দ্রনাথ ও আন্তর্জাতিক কমিউনিজম" বইতে এই রহস্য উদ্‌ঘাটনের ইংগিত আছে। বইটির বিবরণ মত ড্যান জেকব্‌স্ রচিত 'বোরোদিন ঃ স্ট্যালিন্‌স ম্যান ইন চায়না' [হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস ১৯৮১] -তে আছে মানবেন্দ্রনাথ প্রস্তাব অগ্রাহ্য করার কারণ তিনি ভারতীয়, আর একজন এশিয়াবাসী হিসেবে তাঁকে মেনে নিতে মাও-সে-তুঙের জাতীয় মর্যাদায় বেঁধেছিল। যদি সত্যিই তা হয় [সমরেণবাবুর মন্তব্য অনুযায়ী রায়ের চীন থেকে প্রত্যাবর্তনের পরবর্তী ঘটনাবলী এই অনুমান একেবারে ভ্রান্ত বলা চলে না] আন্তর্জাতিক, মার্কসবাদ, বৈজ্ঞানিক চিন্তা সব এক মুহূর্তেই ঝাপ্‌সা হয়ে যায় নাকি?

আমার ধারণা মানবেন্দ্রনাথ রায়, মাও-সে-তুঙের এই সংকীর্ণতার কথা বুঝেছিলেন। তাই চীন বিপ্লবের পর এবং আমাদের দেশে স্বাধীনতার পর যখন নেহরু চীনের সঙ্গে সর্বতোভাবে সৌভ্রাতৃত্বমূলক আচরণের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তখন মানবেন্দ্রনাথ সতর্ক করে বললেন... ''নেহরু যে চোখে চীনা কমিউনিজমকে দেখছেন তাতে তিনি ভুল করছেন এবং এর দ্বারা তাঁরই সমর্থনে চীনের দ্রুত শক্তি সঞ্চয়ের সুবিধা হবে মাত্র। তাতে কি ভারত, কি এশিয়ার অন্যান্য দেশ, সকলের পক্ষেই সমূহ বিপদ। নেহরু যা চাইছেন, কমিউনিস্ট চীনের সঙ্গে ভারতের মৈত্রীবন্ধন, তা হবে না। কারণ, এশিয়ার নেতৃত্বের জন্য মাও-সে-তুঙও কম ব্যস্ত নয়, এবং এও সে জানে যে ভারতকে মারতে না পারলে সেটা সম্ভব নয়। তাই তার প্রথম উদ্দেশ্য হ'ল ভারতকে মারা। সেই কারণে কমিউনিস্ট চীনকে নেহরুর বিন্দুমাত্র বিশ্বাস করা উচিৎ নয়।" [Communism & Nationalism 1950]

১৯৬২ সালে চীনের আক্রমণ মানবেন্দ্রনাথের অভ্রান্ত চীন বিশ্লেষণের বাস্তব প্রমাণ। উত্তর ও উত্তর- পূর্ব সীমান্তে বিপুল ভারতীয় এলাকা আজ চীন কবলিত হয়ে রয়েছে। চীন আজও তার দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন করেনি। ভারতেক আঘাত হানার জন্য সাম্রাজ্যবাদীরা ক্রীড়নক পাকিস্তানের (সামরিক!) সরকারকে সর্বপ্রকার সাহায্য দিয়ে চলেছে। আজ তাই মানবেন্দ্রনাথের মূল্যায়ণের প্রতি রাষ্ট্র্য সমাজনিয়ামকদের দৃষ্টি ফেরানো একান্ত ভাবে দরকার। সমাজ পরিবর্তন করতে হবে কোন্ লক্ষ্যে সেটা নির্দিষ্ট করতে হবে। মতবাদগত বিভ্রান্তি দিনের পর দিন সমগ্র মানব সমাজকে এক নীতিহীন ব্যবস্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। মার্কসীয় কাঠামো সামাজিক দর্শন [Social Philosophy] ছাড়া ব্যক্তিগত দর্শনকে [Personal Philosophy-কে] কোন স্থান দিতে পারেনি এবং রাষ্ট্রীয় শোষণ তাই অপ্রতিরোধা হ'য়ে গেছে কমিউনিস্ট দেশে। নীতিবাদের কোন ব্যক্তিকেন্দ্রিক তাৎপর্য্য মার্কসবাদে স্বীকৃত না হওয়ার ফলেই 'Man is the root of Mankind' -অর্থহীন হয়ে যাচ্ছে। মানবেন্দ্রনাথ তাই প্রটেগোরাসের 'Man is the measure of every thing' - কে অবলম্বন করে ব্যক্তি মানুষ-কেন্দ্রিক সামাজিক মুক্তির কথা বলেছেন... ''Freedom of society must be the totality of freedom of the individuals, if you reduce freedom of the individual, the totality of freedom is also reduced," মানবেন্দ্রনাথ কিন্তু মার্কসীয় দর্শনের ভিতর ক্ষুদ্রায়িত বিরাটকে উপলব্ধি করেছেন বলেই বলতে পারেন ''Marksism has a rich past, thererore it can be the philosophy of a bright future" [New Orientation M.N.Roy]